উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে যাবে মিথ্যা অপপ্রচার

ইমদাদ ইসলাম

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বিজয়ী বীরের বেসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিরে এলেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সর্বত্র ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসলীলার ভয়াবহ ক্ষতচিহ্ন। তাদের পোড়ামাটি নীতির কারণে দেশে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে পাক হানাদার বাহিনী। দেশের অবকাঠামোকে নির্বিচারে ধ্বংস করেছে। তখন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের অভাব ছিল প্রকট। যুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নেওয়া প্রায় এক কোটি শরণার্থী শূন্য হাতে দেশে ফিরে আসে। তাদের ঘরবাড়ি পাক হানাদার বাহিনী পুড়িয়ে দিয়েছে। তাদের পুনর্বসন ছিল আরেক চ্যালেঞ্জ। বঙ্গবন্ধু কাল বিলম্ব না করে দেশ গড়ার কাজে নেমে পড়লেন। বঙ্গবন্ধু সাড়ে তিন বছর দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির পুনর্গঠনের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এমন কোনো সেক্টর ছিলোনা যেখানে উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু কোনো পরিকল্পনা করেনি। তিনি দেশের ধ্বংস হয়ে যাওয়া অবকাঠামো পুনর্গঠনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ধ্বংস হওয়া ব্রিজ, কালভার্ট, রোড় দ্রুত নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিরবিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন।

এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের আমলে অর্থাৎ গত ১৩ বছরে যোগাযোগ খাতে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে যোগাযোগ খাতে স্বর্ণযুগ পার করছে বাংলাদেশ। হাজার কোটিরও বেশি টাকা ব্যয়ে ২৪ টি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। এসব মেঘা প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে এমআরটি (লাইন -১, ৫, ৬) নর্দান রুট, জয়দেবপুর- চন্দ্রা- টাঙ্গাইল মহাসড়ক, আশুগঞ্জ- আখাউড়া মহাসড়ক, সিলেট -তামাবিল মহাসড়ক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট নির্মাণ ইত্যাদি।

২০০১ সালের ৪ জুলাই স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশি-বিদেশি সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে শেষ পর্যন্ত নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে পদ্মা সেতুর কাজ শুরু হয়। বিশ্বের দীর্ঘতম সেতুগুলোর তালিকায় বাস্তবায়নাধীন পদ্মা সেতুর অবস্থান ১১তম। প্রমত্তা এই পদ্মা নদীতে ৪১ তলা গভীর পর্যন্ত পাইল করে পিলার বসানো হয়েছে। সেতুর মোট দীর্ঘ ৬.১৫ কিলোমিটার এবং প্রস্ত ৭২ ফুট। দুই পারে নদী শাসন করা হয়েছে ১২ কিলোমিটার। কাজ করেছে ০৪ হাজার মানুষ। সেতুর ৪০ ফুট নীচ দিয়ে ১৬০ কিলোমিটার গতিতে ছুটে যাবে ট্রেন। সেতুর কাজ শেষ হলে দক্ষিণের ২৯ জেলার তিন কোটিরও বেশি মানুষ যোগাযোগ সুবিধার আওতায়আসবে। সময় বাঁচবে কম বেশি তিন ঘন্টা। দারিদ্র্য কমবে এক দশমিক নয় শতাংশ হারে। এ সেতুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ। পদ্মাসেতুর সাথে এর দুই পারের মানুষের জীবনযাত্রাও বদলে যাবে। যোগাযোগ খাতের সর্ববৃহৎ এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৩০ হাজার ১৯৩.৩৯ কোটি টাকা। এবছরের জুন মাসে সেতুটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার কথা থাকলেও সম্প্রতিক ইউক্রেনে যুদ্ধের কারণে কিছুটা বিলম্ব হবে, তবে এটি ডিসেম্বরের মধ্যে উদ্বোধন করা সম্ভব হবে।

ঢাকা মহানগরী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনের জন্য সরকার আধুনিক গণপরিবহণ হিসেবে ৬ টি মেট্রোরেল সমন্বয়ে মোট ১২৮.৭৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১০৪ টি স্টেশনবিশিষ্ট একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ২০৩০ সালের মধ্যে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে। এরমধ্যে এমআরটি -৬ প্রকল্পের ২১ কিলোমিটারের মধ্যে উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশের কাজ এবছরের ডিসেম্বর নাগাদ শেষ করে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। মেট্রোরেল প্রতিঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহণ করতে পারবে। মেট্রোরেল চালু হলে ঢাকার যানজট পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। দেশের সবচেয়ে বড়ো সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে ০১ লাখ ১৭ হাজার কিলোমিটার পাকা সড়ক যানবাহন চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে। এসকল সড়ক উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ এলাকার জনগোষ্ঠী ব্যবহার করছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ২২ হাজার ৪১৯ কিলোমিটার মহাসড়ক দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মেগা প্রকল্প ব্যতীত ১০ টি গুচ্ছ প্রকল্পের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ জেলা মহাসড়কগুলোর যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে।

গত এক যুগে বাংলাদেশে সর্বক্ষেত্রে অর্জিত হয়েছে অকল্পনীয় অগ্রসরতা। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে রোল মডেল। শিল্পকারখানার প্রসারের সাথে সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দেশ এখন শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুতায়ন,শিক্ষার প্রসার সর্বোপরি ডিজিটালাইজেশনের ফলে মানুষের আয় এবং ক্রয় ক্ষমতা

এখন অনেক বেড়েছে। ডিজিটাল সেবার সংখ্যা এখন ২ হাজার ১ শতটি। প্রতিমাসে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কম বেশি ৬০ লাখ সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। দিন দিন এ সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আউটসোসিং খাতে বছরে বাংলাদেশের আয় প্রায় ৭৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আইসিটি খাতে বাংলাদেশের রপ্তানি ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অনলাইন শ্রমশক্তিতে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান এখন দ্বিতীয়। মাথাপিছু আয় এখন ২৫৯১ মার্কিন ডলার এবং গড় আয়ু ৭৩ বছর।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার ছিল শহরের সকল সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেওয়া, যা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। শহরের আধুনিক নাগরিক সুবিধা গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছে। দশ হাজারের ও বেশি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এসব কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে ৩০ ধরনের অত্যবশ্যকীয় ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও মেডিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থার সব পর্যায়ে অটোমেশনসহ ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। কৃষকদের জন্য ই- কৃষি অ্যাপস চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষক ভায়েরা তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা খুব সহজেই পাচ্ছেন। ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছ। এখন যে কোনো ব্যক্তি ঘরে বসেই জমির খাজনা পরিশোধ, মিউটেশনসহ ভূমি সংক্রান্ত সেবা সহজেই পেতে পারেন। বিকাশ, নগদ গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে, প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের বিকল্প হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। পবিত্র রমজান মাসে এক কোটি পরিবারকে ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির নিত্যপ্রয়োজনীয় তেল,চিনি,ডাল,পেয়াজ,ছোলা ও খেজুর এই ৬ টি পণ্য সরবরাহ করছে। তেল ১১০ টাকা লিটার,চিনি ৫৫ টাকা কেজি এবং ডাল ৬৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হচ্ছে। আশ্রায়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৭, লাখ ৭৮ হাজার ০৩ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ১৪৩ টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রায় সোয়া কোটি প্রত্যক্ষ উপকারভোগীকে বর্তমান অর্থ বছরে ১ লক্ষ ০৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা প্রদান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে দেশের তিন চতুর্থাংশেরও বেশি জনগণকে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ টিকা দেওয়া হয়েছে। করোনা মহামারি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকায় মানুষের জীবনযাত্রা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। অর্থনীতির চাকা সচল হয়েছে। অর্থনীতির প্রায় সকল সূচকই এখন ইতিবাচক। সরকারের নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনার কারণে দেশে দারিদ্র্যের হার বিশ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০৩০ সালে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের সঠিক পথেই এগিয়ে চলছে দেশ। সকল ষড়যন্ত্র, অপপ্রচারকে মিথ্যা প্রমাণ করে উন্নয়নের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ নির্মাণ সম্পন্ন হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে, এটা কোনো কল্পনা নয়, বাস্তবতা ।

#

১৩.০৪,২০২২ পিআইডি ফিচার